যায়যায়দিন

তারিখ 15 MAY 2008
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৫

কারিগরি শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ

সাখাওয়াত হোসেন

সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনে কারিগরি শিক্ষক (ক্রাফট টিচার) নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারীরা বলছেন, মেধাবী প্রার্থীদের বাদ দিয়ে একটি সিন্ডিকেট স্বজনপ্রীতি ও মোটা অঙ্কের উৎকোচের বিনিময়ে অযোগ্য প্রার্থীদের ওই পদে নিয়োগের সুযোগ করে দিয়েছে। এ জন্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিজি প্রেসে না ছাপিয়ে সিন্ডিকেটের লোকজনদের দিয়ে কম্পিউটারে কম্পোজ করা হয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, কারিগরি শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ১০ জনের মধ্যে ছয়জনই সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকটাত্মীয়।

সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকেই অভিযোগ করেছেন, চলতি বছরের ৪ জানুয়ারি সমাজসেবা অধিদফতরের কারিগরি শিক্ষক পদে বাছাইকৃত ৬০০ প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করে ওই দিন রাতেই ফল ঘোষণা করা হয়। এতে নিয়োগ সিন্ডিকেটের আত্মীয়-স্বজন ও তাদের নিজস্ব প্রার্থীদের উত্তীর্ণ দেখানো হয়। নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী, প্রার্থীকে সেলাই, কাঠ, ছোবড়া, বাঁশ ও বেত প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেটসহ উচ্চ মাধ্যমিক পাস হতে হবে। কিন্তু নিয়োগপ্রাপ্তদের অনেকেরই এসব বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত বছরের ২৫ জুন কারিগরি শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। কয়েক হাজার আবেদনকারীর মধ্যে ০০ প্রার্থী লিখিত পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পান। এদের মধ্যে ৩০৪ জন ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হন। মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয় ১৫৪ জনকে। এদের মধ্যে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ০ জনের অধিকাংশই সমাজসেবা অধিদফতরের নিয়োগ সিন্ডিকেটের কারো না কারো আত্মীয় এবং বাকিরা ওই চক্রকে উৎকোচ দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, কারিগরি শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত তহিদুর রহমান (বর্তমানে পিএইচটি সেন্টার, রাজশাহী পদে কর্মরত) সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালকের পিএ আবদুল কাদেরের আপন ভাই। একই পদে নিয়োগপ্রাপ্ত নাছিমা আক্তার (মূক ও বধির বিদ্যালয় ফরিদপুরে কর্মরত) মহাপরিচালকের পিয়ন আবুল খায়েরের মেয়ে। মুহাম্মদ সুলাইমান (সরকারি শিশু পরিবার, রাঙামাটিতে কারিগরি শিক্ষক হিসেবে কর্মরত) সমাজসেবা অধিদফতরের সরকারি শিশু পরিবার, নারায়ণগঞ্জের কম্পাউন্ডার আবদুস সালামের ছেলে। সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত মোসাম্মৎ আমেনা বেগমের (বেগম পিএইচটি সেন্টার, চট্টগ্রামের কারিগরি শিক্ষক হিসেবে কর্মরত) পিতা মোঃ দেলোয়ার হোসেন সমাজসেবা অধিদফতরের হেড অফিসের গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বরাদ্দ শাখার উচ্চমান সহকারী। আমেনা বেগম দুই সন্তানের মা হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর ঠিকানা গোপন রেখে চাকরির আবেদনপত্রে পিতার নাম ব্যবহার করেন। মোঃ সাইফুল ইসলাম (চাঁদপুর সরকারি শিশু পরিবারের কারিগরি শিক্ষক হিসেবে কর্মরত) ফরিদপুর জেলার সমাজসেবা অধিদফতরের ইউনিয়ন সমাজকর্মী মোঃ আবদুস সাত্তারের ছেলে। মোঃ আমিনুল ইসলাম (পিএইচটি সেন্টার, খুলনায় কর্মরত) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব আবদুল হাই হাওলাদারের আপন ভাতিজা।

এ বিষয়ে সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. কামাল আবদুন নাসের চৌধুরী যায়যায়দিনকে জানান, বিষয়টি তার জানা নেই। তবে তার পিএর ভাই ও পিয়নের মেয়ে চাকরি পেয়েছে তা তিনি জানেন। তিনি বলেন, আমি এদের ব্যাপারে কোনো ইনফ্লুয়েন্স করিনি। যোগ্যতার ভিত্তিতে তারা চাকরি পেয়েছে। কারিগরি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত নাছিমা আক্তার, আমেনা বেগম, ফজিলাতুন নেছা ও কানিজ ফাতেমা সেলাইয়ের কাজ জানেন না- এমন অভিযোগের জবাবে মহাপরিচালক বলেন, প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা বাইরের লোকজন নিয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না। তবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষক অযোগ্য-সুনির্দিষ্ট এমন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা অবশ্যই যাচাই করা হবে। মহাপরিচালক আরো বলেন, সমাজসেবা অধিদফতরের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেলে তা সিরিয়াসলি দেখবো।

মহাপরিচালকের পিএ আবদুল কাদেরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কারিগরি শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি তিনি আগে থেকেই জানতেন। তাই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অনেক আগ থেকেই তিনি তার ভাইকে সেলাই, কাঠ, ছোবড়া, বাঁশ ও বেতের কাজে প্রশিক্ষণ নেয়ার ব্যবস্থা করেন। নিয়োগ পরীক্ষায় সাধারণত কী ধরনের প্রশ্ন আসে সে ব্যাপারেও তিনি তার ভাইকে বিভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। আবদুল কাদের বলেন, অন্যরা কে কিভাবে নিয়োগ পেয়েছে জানি না, তবে আমার ভাই তার যোগ্যতাতেই চাকরি পেয়েছে।

এদিকে অভিযোগকারীরা বলছেন, কারিগরি শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্নপত্র বিজি প্রেসে না ছাপিয়ে কেন মহাপরিচালকের পিএ আবদুল কাদের ও সাঁটলিপিকার সাইফুর রহমানকে দিয়ে কম্পিউটারে কম্পোজ করা হলো তা খতিয়ে দেখা হলে এবং নিয়োগপ্রাপ্ত ১০ জনকে নিরপেক্ষভাবে সামান্য যাচাই করলেই থলের বিড়াল বের হয়ে আসবে।